পেপ্যাল যেভাবে কাজ করে

গোলাপ মুনীর

আমরা গত জুলাই মসের শেষ দিকে এক খবরে জানতে পেরেছিলাম, বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সিংয়ের দুয়ার আরো সুপ্রসারিত করতে আসন্ন নতুন ইংরেজি বর্ষের শুরুর দিকেই বাংলাদেশে আসছে অনলাইন বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থ লেনদেনের জনপ্রিয় ও নিরাপদ মাধ্যম পেপ্যাল (PayPal)। পেপ্যাল একটি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান। পেপ্যাল বর্তমানে ১৯০টি দেশের ২৪টি মুদ্রায় লেনদেন করার সুযোগ চালু রেখেছে। এটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর করে বিশ্বজুড়ে। অনলাইনে বিক্রেতাদের জন্য অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর জুড়ি নেই। কিন্তু ইন্টারনেটের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তরের সবচেয়ে নিরাপদ এ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের ১৯০টি দেশে বৈধতা পেলেও এখনো বাংলাদেশে তা বৈধতা পায়নি। ফলে বাংলাদেশে অনলাইনে যারা আউটসোর্সিংয়ের কাজ করেন, তারা তাদের কাজের টাকা পেতে নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। এদেশে এখনো পেপ্যাল বৈধ না হওয়ায় বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সারেরা তাদের ক্লায়েন্টের কাছ থেকে সরাসরি অর্থ আনতে পারছেন না। ফলে তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইটের শরণাপন্ন হতে হয় তাদের। অথচ বাংলাদেশে পেপ্যাল চালু থাকলে এখানে মধ্যস্বত্বভোগী সাইটের কোনো প্রয়োজন পড়ত না। পেপ্যাল চালু হলে এই অসুবিধা কাটবে এবং বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সারেরা তাদের কাজের অর্থ নিরাপদে সরাসরি হাতে পাওয়ার সুযোগ পাবেন। অতএব সবার প্রত্যাশা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পেপ্যাল চালু হোক।

পেপ্যালের পেছনে কাজ করে একটি সরল ধারণা : বিভিন্ন কমপিউটারের মধ্যে অনলাইনে আর্থিক লেনদেন করার জন্য এনক্রিপশন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। এই ধারণাটিই আমাদের উপহার দিয়েছে অনলাইনে লেনদেনের প্রাথমিক পদ্ধতিগুলোর একটি। পেপ্যালকে আজকের পর্যায়ে এসে পৌঁছতে মাঝেমধ্যে পড়তে হয়েছে নানা সমস্যায়। মুখোমুখি হতে হয়েছে মামলা-মোকদ্দমার। মোকাবেলা করতে হয়েছে প্রতারকদের এবং ঈর্ষাপরায়ণ সরকারি নীতি-নির্ধারকদের। এভাবে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এটি এখন চালু আছে বিশ্বের ১৯০টি দেশের বাজারে। এর রয়েছে ১০ কোটি সক্রিয় অ্যাকাউন্ট। পেপ্যাল নামের এই অনলাইন পেমেন্ট সার্ভিস ব্যবহার করে ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইলেক্ট্রনিক উপায়ে তহবিল স্থানান্তর করতে পারছে। পেপ্যালের মাধ্যমে আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন। এর মাধ্যমে আপনি ই-বে ও অন্যান্য ওয়েবসাইটের অনলাইন নিলামের অর্থ পেতে ও পরিশোধ করতে পারবেন; পণ্য ও সেবা কেনাবেচা করতে পারবেন; দান গ্রহণ কিংবা পরিশোধ করতে পারবেন; যে কারো সাথে নগদ লেনদেন সম্পন্ন করতে পারবেন। কোনো এক ব্যক্তির একটি ই-মেইল ঠিকানা আছে, কিন্তু তার পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট নেই– তার কাছে আপনি পেপ্যালের মাধ্যমে অর্থ পাঠাতে পারবেন। তবে অর্থ গ্রহণ করতে হলে আপনার অবশ্যই পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে, যা ওই ই-মেইল অ্যাড্রেসের সাথে সংশ্লিষ্ট। মৌল পেপ্যাল অ্যাকাউন্টগুলো ফ্রি এবং অনেক আর্থিক লেনদেনও চলে নিখরচায়– যার মধ্যে আছে সব ধরনের কেনাকাটা সেই সব ব্যবসায়ীর কাছ থেকে, যারা পেপ্যাল ব্যবহার করে লেনদেন গ্রহণ করেন।

আপনার যদি একটি পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট থাকে, আপনি বিভিন্নভাবে তহবিল যোগ করতে কিংবা তহবিল তুলে নিতে পারেন। অধিকতর সরাসরি লেনদেনের জন্য আপনার পেপ্যাল অ্যাকাউন্টের সাথে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা ক্রেডিট কার্ড সংশ্লিষ্ট করতে পারেন। এভাবেও আপনার অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা দিতে কিংবা তুলে নিতে পারেন। পেপ্যাল ডেবিট কার্ডের মাধ্যমেও কেনাকাটার জন্য অর্থ তুলতে পারেন অথবা এটিএমের মাধ্যমে নগদ অর্থ তুলতে পারেন কিংবা ই-মেইলের মাধ্যমে চেকের জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

আমরা এ লেখায় জানব কী করে পেপ্যাল ব্যবহার করতে হয়, কী করে অর্থ লেনদেন সম্পন্ন হয়, সেই সাথে জানব এ কোম্পানি সম্পর্কে আরো কিছু কথা।

পেপ্যাল সাইনিং আপ

পেপ্যাল সাইন আপ করার কাজটি খুব দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। এমনকি এর জন্য আপনাকে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্যও দিতে হবে না। তবে যদি পেপ্যাল ফিচারগুলোর অনেকগুলোই ব্যবহার করতে চান, তবে আপনার দরকার হবে যোগ ও পরীক্ষা করতে অ্যাকাউন্ট অথবা ক্রেডিট কার্ড। একদম শুরুতেই পেপ্যালের হোমপেজের 'Sign up' লিঙ্কে ক্লিক করুন। পরবর্তী পেজে বেছে নিতে হবে আপনি কোন অ্যাকাউন্ট চান : পার্সোনাল, বিজনেস, না প্রিমিয়ার অ্যাকাউন্ট। যদি শুধু এমন পরিকল্পনা করেন যে, মাঝেমধ্যে ই-বে অকশন অথবা অনলাইনে কেনাকাটা করবেন, তবে আপনার জন্য উপযুক্ত হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। যদি আপনার ব্যবসায়ে অর্থ গ্রহণ করতে চান, তবে আপনার জন্য অধিকতর উপযোগী হবে একটি বিজনেস অ্যাকাউন্ট অথবা প্রিমিয়ার অ্যাকাউন্ট। আপাতত যদি পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট বেছে নেন; তবে চাইলে পরবর্তী সময়ে তা আপগ্রেড করতে পারবেন।

এরপর পেপ্যাল চাইবে আপনার কিছু ব্যক্তিগত তথ্য : আপনার বৈধ ফার্স্ট নেম ও লাস্ট নেম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা। এরপর আপনাকে পেপ্যাল ব্যবহার করার জন্য চেক করে দেখতে হবে কিছু ইউজার অ্যাগ্রিমেন্ট বক্স, প্রাইভেসি পলিসি, অ্যাসেপ্টেবল ইউজ পলিসি এবং ইলেক্ট্রনিক কমিউনিকেশন পলিসি। একবার যদি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার জন্য ক্লিক করেন, তবে ই-মেইল পাঠিয়ে নির্দেশ দেবে আপনার অ্যাকাউন্ট ও ঠিকানা নিশ্চিত যাছাই করে দেখার জন্য।

এরপর আপনাকে জানতে হবে ওই অ্যাকাউন্ট ও ঠিকানা ভেরিফিকেশন ও কনফারমেশনের পর ▸

পেপ্যাল বলতে কী বোঝায়। আপনার দেয়া তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পেপ্যাল ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে দেখাবে, আপনার সাথে লেনদেনে প্রতারণার সম্ভাবনা নেই। আপনি প্রতারণা করবেন না।

পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট তখনই ভেরিফাইড হয়, যখন এই অ্যাকাউন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট হবেন একটি কারেন্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অথবা ক্রেডিট কার্ডসহ। পেপ্যাল আপনাকে বলবে ভেরিফিকেশন প্রসেস পূর্ণ করার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুসরণ করতে। উদাহরণ টেনে বলা যায়, অ্যাকাউন্ট চেক করার জন্য পেপ্যাল এই অ্যাকাউন্টে দু'টি মাইক্রোপেমেন্ট দেবে, সাধারণত তা প্রতিটি ৫ সেন্টের নিচে হয়ে থাকে।

একটি পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট কনফার্ম করা হয়, যদি আপনি তিনটি বিকল্পের একটি ব্যবহার করে এমন সিগন্যাল দেন যে আপনার অ্যাকাউন্ট ভ্যালিড। সবচেয়ে দ্রুত উপায়টি হচ্ছে পেপ্যাল অ্যাকাউন্টে আপনার দেখা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অথবা ক্রেডিট কার্ডের ঠিকানা মিলে যাওয়া। বিকল্প হিসেবে আপনি অ্যাকাউন্টের ৯০ দিন পর ই-মেইলের মাধ্যমে কনফারমেশন কোডের জন্য অনুরোধ জানাতে পাবেন অথবা আবেদন করতে পারেন একটি PayPal Extrias Master Card-এর জন্য, যা একটি ক্রেডিট চেকের মাধ্যমে আপনার ঠিকানা নিশ্চিত করবে।

পেপ্যাল প্রতারণা রোধ

এ কোম্পানির পেমেন্ট সিস্টেমে বেশ কয়েক দফা প্রতারণা ধরা পড়ার পর পেপ্যাল একটি পরিকল্পনা সূত্রায়ন করে প্রতারকদের ঠেকাতে। যাতে প্রতারকেরা কমপিউটার ব্যবহার করে ডজন ডজন ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলতে না পারে।

এই সিস্টেমটি পরিচিত 'Gausebeck-Levchin Test' নামে। এর জন্য প্রয়োজন হয় একটি নতুন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েটর, যা দিয়ে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশন পেজের একটি ছোট ইমেজ ফাইলে পাওয়া একটি ওয়ার্ড টাইপ করা হয়। একটি স্ক্রিপ্ট অথবা একটি বই এই ওয়ার্ড রিড করতে পারে না। শুধু মানুষ এর অর্থোদ্ধার করতে পারে। এ ধরনের টেস্ট সাধারণত CAPTCHA (Complete Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart) অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়। ২০০০ সালে পদবাচ্যটির সূচনা করেন কার্নেগি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞানীরা। আজকের দিনে হাজার হাজার ওয়েবসাইট CAPTCHA অথবা একই ধরনের টেস্ট ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব অ্যান্টি-ফ্রড ডিটেকশন ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় করার জন্য। পেপ্যাল বড় ধরনের প্রতারণা ধরার জন্য বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রামও ব্যবহার করে। এই প্রোগ্রাম 'লাল পতাকা'র ওপর নজর রাখে, যা হতে পারে প্রতারণার চিহ্ন। যেমন হঠাৎ করে অর্থ স্থানান্তরের মাত্রা বেড়ে যাওয়া, ক্রেডিট কার্ড চার্জ অস্বীকার করা, অথবা ইনভেলিড আইপি অ্যাড্রেস।

পেপ্যাল অবকাঠামো

ক্রেতাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, অনলাইন মানি এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে পেপ্যাল আমাদের জীবন পাল্টে দিয়েছে। এর পশ্চাৎপটে যদিও এটি ব্যবসায়ীদের এবং ব্যাংক ও ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলোর মধ্যে আন্তঃক্রিয়ায় কোনো মৌল পরিবর্তন আনেনি। পেপ্যাল শুধু পালন করে এক মিডলম্যানের ভূমিকা। এর অর্থ কী, তা বুঝতে মনে করুন– ক্রেডিট অ্যান্ড ডেভিড কার্ড ট্রানজেকশন পরিভ্রমণ করে ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি নেটওয়ার্কে। যখন একজন ব্যবসায়ী একটি কার্ড থেকে চার্জ গ্রহণ করেন, ওই ব্যবসায়ী পরিশোধ করেন একটি ইন্টারচেঞ্জ, যা প্রায় ১০ সেন্টের মতো একটি ফি ও সেই সাথে যোগ হয় লেনদেন করা অর্থে মোটামুটি ২ শতাংশ। এই ইন্টারচেঞ্জ তৈরি বেশ কয়েক ধরনের ছোট ছোট ফি দিয়ে, যা ভিন্ন ভিন্ন সব কোম্পানিকে পরিশোধ করা হয়, যেগুলো এই লেনদেনে অংশ নিয়েছে : মার্চেন্ট ব্যাংক, ক্রেডিট কার্ড অ্যাসোসিয়েশন ও কার্ড ইস্যুকারী কোম্পানি। যদি কেউ চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করেন, তবে আলাদা একটি নেটওয়ার্ক ব্যবহার হয়। এতে খরচ কম, তবে কাজটি চলে ধীর গতি নিয়ে।

এসবের মধ্যে কোন অংশটি সম্পন্ন করে পেপ্যাল। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই কাজ করে পেপ্যালের সাথে। এখানে ক্রেতা-বিক্রেতা একে অপরের সাথে কাজ করে না। উভয় পক্ষ তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ক্রেডিট কার্ডের তথ্য সরবরাহ করেছে পেপ্যালকে। এর বদলে পেপ্যাল উভয় পক্ষের সব লেনদেন সম্পন্ন করে বিভিন্ন ব্যাংক ও ক্রেডিট কার্ড কোম্পানির মাধ্যমে।

পেপ্যাল অর্থ আয় করে দু'ভাবে। প্রথমত এটি অর্থ গ্রহীতার কাছ থেকে ফি আদায় করে। গড়পড়তা ব্যবহারকারীর জন্য বেশিরভাগ লেনদেনই চলে নিখরচায়। তবে ব্যবসায়ীরা লেনদেনের জন্য একটি ফি পরিশোধ করে। পেপ্যাল অ্যাকাউন্টে পড়ে থাকা অর্থের জন্য পেপ্যাল সুদও গ্রহণ করে। পেপ্যাল অ্যাকাউন্টে পড়ে থাকা অর্থে সুদ অর্জনকারী ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাখা হয়। পেপ্যাল অ্যাকাউন্টধারীরা অর্জিত এ সুদের অর্থ পায় না।

পেপ্যাল নিরাপত্তা গোয়েন্দাগিরি করার সুযোগও পায়। কারণ অ্যাকাউন্টধারী সবার ক্রেডিট কার্ড নম্বর, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, নাম-ঠিকানাসহ অন্যান্য তথ্য পেপ্যালে জমা থাকে। অন্যান্য অনলাইন লেনদেনের তথ্য এই লেনদেন সংশ্লিষ্ট সব নেটওয়ার্কে সঞ্চালিত করা হয়, যা পৌঁছে যায় ক্রেতা থেকে ব্যবসায়ী ও ক্রেডিট কার্ড প্রসেসরদের কাছে।

পেপ্যাল সুযোগ দেয় 'পেপ্যাল সিকিউরিটি কি'-এর, যা একটি বহনযোগ্য যন্ত্র, যা প্রতি ৩০ সেকেন্ডে একটি ৬ ডিজিটের কোড সৃষ্টি করে। ব্যবহারকারীরা এই কি লিঙ্ক করেন তার ই-বে অথবা পেপ্যাল অ্যাকাউন্টের সাথে। এই ৬ ডিজিটের কোড ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ডের সাথে মিলে সৃষ্টি করে এক অনন্য সিকিউরিটি কোড।

পেপ্যাল অ্যাকাউন্টের ধরন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পেপ্যালের রয়েছে তিন ধরনের অ্যাকাউন্ট : পার্সোনাল, বিজনেস ও প্রিমিয়ার। এই তিন ধরনের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা যাবে বেশ কয়েক ধরনের পেপ্যাল কাজে : অর্থ পাঠানো, অর্থ পাঠানোর অনুরোধ জানানো, নিলাম টুল ব্যবহার, ওয়েবসাইট থেকে অর্থ পরিশোধ, ডেবিট কার্ড সার্ভিস ও কাস্টমার সার্ভিসে।

এসব কাজ ছাড়াও এই তিন ধরনের অ্যাকাউন্টের আগে কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে কিছু সীমাবদ্ধতাও। যেমন– আপনার যদি একটি ভেরিফাইড অ্যাকাউন্ট থাকে, আপনি একবারে সর্বোচ্চ ১০ হাজার ডলার লেনদেন করতে পারবেন এবং সাধারণত দু'টি পেপ্যাল অ্যাকাউন্টের মধ্যে অর্থ লেনদেনে কোনো ফি লাগে না। তবে পেপ্যাল ডেবিট কার্ড ব্যবহার করলে আপনাকে চার্জ দিতে হবে। কিংবা চার্জ দিতে হবে তখন, যখন লেনদেনে মুদ্রা বিনিময়ের প্রয়োজন হবে। কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা ক্রেডিট সংশ্লিষ্ট নয় এমন আনভেরিফাইড অ্যাকাউন্টে উত্তোলন সীমত ও লেনদেন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। আপনি ('view limit' লিঙ্কে ক্লিক করে আপনার অ্যাকাউন্টে লিমিট নির্ধারণ করতে পারেন। এই লিঙ্কটি প্রদর্শিত হয় পেজের উপরিভাগে পেপ্যাল সাইন করার পর।

এই তিন ধরনের পেপ্যাল অ্যাকাউন্টে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত, পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আপনি কোর ফিচারগুলোতে প্রবেশের সুযোগ পাবেন। পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের জন্য পেপ্যাল গ্রাহক সহায়তা জোগায়– ই-মেইলের মাধ্যমে অথবা পেপ্যাল সাইটের ভার্চুয়াল কাস্টমার সাপোর্ট এজেন্টের মাধ্যমে। একটি ফোন নম্বরও রয়েছে। কিন্তু এটি চার্জযুক্ত নয়, ওয়েটটাইম প্রয়োজন হলে তা খুবই ব্যয়বহুল বলতে হবে।

প্রিমিয়ার ও বিজনেস অ্যাকাউন্ট মোটামুটি একই। মূল পার্থক্য হলো, বিজনেস অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন করতে হবে কোনো বিজনেস অথবা গ্রুপের নামে। অপরদিকে একটি প্রিমিয়ার অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে একটি ব্যবসায়, গ্রুপ বা ব্যক্তিবিশেষের নামে। আপনি বিজনেস অ্যাকাউন্টে প্রবেশের জন্য মাল্টিপল ইউজার সেটআপ করতে পারেন।

পেপ্যালের কোর ফাংশনের অতিরিক্ত হিসেবে বিজনেস ও প্রিমিয়ার অ্যাকাউন্টে রয়েছে আরো কিছু বিকল্প সুযোগ : ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড পেমেন্ট গ্রহণ, প্রেরককে রিকারিং পেমেন্ট (সাবস্ক্রিপশন) পরিশোধের সুযোগ দেয়া এবং পেপ্যাল এটিএম/ডেবিট কার্ডের অসীম ব্যবহারের সুযোগ।

বিজনেস ও প্রিমিয়ার অ্যাকাউন্টধারী নিখরচায় পাবেন একটি কাস্টমার সার্ভিস নাম্বার ও সম্প্রসারিত কাস্টমার সার্ভিস আওয়ার। আপনি যদি নিজস্ব ব্যবসায়ের জন্য পেপ্যাল বিজনেস অ্যাকাউন্ট চালু করতে চান, তবে পেপ্যালের ফি ও সার্ভিস অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড ট্রানজেকশন সার্ভিসের সাথে তুলনা করে দেখুন। এরপর সিদ্ধান্ত নিন কোনটি আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে।

এই তিন ধরনের পেপ্যাল অ্যাকাউন্টের বাইরে রয়েছে পেপ্যাল স্টুডেন্টস অ্যাকাউন্ট। এটি তরুণ ও যুবশ্রেণীর জন্য উপযোগী। একজন অভিভাবক কিংবা বাবা-মা তার প্রতিপাল্যের জন্য এ ধরনের একটি পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট খুলে দিতে পারেন। এ অ্যাকাউন্টে ছাত্রদের জন্য ডেবিট কার্ডের সুযোগ রয়েছে। এর মাধ্যমে এরা যেকোনো জায়গায় কেনাকাটা করতে পারবে। মাস্টারকার্ড সবখানে গ্রহণযোগ্য। পেপ্যাল মা-বাবাকে তাদের সন্তানের পেপ্যাল স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট মনিটরিংয়ের সুযোগ দেয়। ব্যালেন্স কমে যাওয়া ও অতিরিক্ত মাত্রার খরচ করার বিষয়টি মা-বাবা তদারকি করতে পারেন।

পেপ্যাল ব্যবহার করে অর্থ পাঠানো

পেপ্যাল তারকা কোম্পানি হয়ে ওঠে ই-বে'র (e-Bay) মাধ্যমে। পেপ্যালের বড় ধরনের সাফল্যের একটি হচ্ছে এর বাজার সম্প্রসারিত করার সক্ষমতা। বন্ধুর কাছে টাকা পাঠানোর জন্য আপনি পেপ্যাল ব্যবহার করতে পারেন। দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দানের অর্থ পাঠাতে পারেন। পণ্য কিনতে পারেন অনলাইনে। পেপ্যাল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অর্থ পাঠাতে হলে আপনার দু'টি বিষয় প্রয়োজন : ০১. লেনদেনের আগেই অর্থ পেপ্যাল অ্যাকাউন্টে পাঠাতে হবে এবং ০২. একটি ইনস্ট্যান্ট ট্রান্সফার অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে, যা সাধারণত একটি চেকিং অথবা সেভিংস অ্যাকাউন্ট হয়, যেখান থেকে পেপ্যাল এই লেনদেন কভার করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তুলে নিতে পারে।

এরপর আপনার কাজ শুধু গ্রহীতাকে অর্থ পাঠানোর বিষয়টি জানিয়ে দেয়া। কোনো ব্যক্তির কাছে অর্থ পাঠাতে, আপনার শুধু জানা দরকার গ্রহীতার পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট সংশ্লিষ্ট ই-মেইল অ্যাড্রেসটি। কোনো সংগঠন বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য সাধারণ অর্থ পাঠাতে পারেন পেপ্যাল লিঙ্ক থেকে এর ওয়েবসাইটে।

প্রেরকের দৃষ্টিকোণ থেকে পেপ্যাল একটি নিখরচার সেবা। সোজা কথায় ফ্রি সার্ভিস। আসলে আপনি যদি সরাসরি চেকিং বা সঞ্চয়ী হিসাব থেকে সরাসরি অর্থ পাঠান, সেখানে কখনই কোনো ফি দিতে হবে না। একটি ব্যতিক্রম হচ্ছে, যখন কোনো কিছুর জন্য ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আগাম নগদ পরিশোধ করেন। যখন সেবার জন্য পেপ্যাল আপনার কাছে ফি চার্জ করবে না, তখন আপনার ক্রেডিট কার্ড প্রোভাইডার সম্ভবত সে ফি দিয়ে থাকে।

অর্থ পাঠানোর সময় একটি বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার। বিশেষ করে এই সচেতনতা প্রয়োজন দানের অর্থ পাঠানোর সময়। এই অর্থ পাঠানোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রহীতার ওয়েবসাইট থেকে একটি শপিং কার্ট পেজে লিঙ্ক করবেন, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা আপনার জন্য বেছে নেবে। যদি পেপ্যাল সাইটে 'Send Money'-তে আপনি নিচে উল্লিখিত দু'টি ট্যাব অপশন, যাতে নির্দেশ করা যায় আপনি কি কোনো কিছু কেনার জন্য, না এমনিতেই শুধু অর্থ পাঠাচ্ছেন : ০১. পারচেজ ট্যাব– যাতে অপশন আছে Goods, Services অথবা eBay আইটেম এবং ০২. পার্সোনাল ট্যাব– যার অপশনগুলো হচ্ছে : Gift, Payment Owed, Cast Advance, Leving Explnce, Other.

আপনার অর্থ পাঠানোর পর, আপনার অর্থ লেনদেনের বিষয়টি রেকর্ড হবে 'পেপ্যাল ডট কম'-এর হিস্ট্রি পেজে। প্রয়োজনে অতীতের সুনির্দিষ্ট সময়ের হিস্ট্রি সার্চ করে দেখতে পারবেন। একটি ট্রানজেকশনের জন্য যদি 'ডিটেইলস' লিঙ্কে ক্লিক করেন, তবে এর বিস্তারিত দেখতে পারেন– অর্থের পরিমাণ, তারিখ, গ্রহীতা এবং আপনার ট্র্যানজেকশনে ট্র্যাক করতে পেপ্যাল যে অনন্য ট্রানজেকশন আইডি ব্যবহার করেছে ইত্যাদিসহ অনেক কিছু জানা যাবে। যদি কখনো কোনো ট্রানজেকশন সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন, তখন কাস্টমার সার্ভিস ট্রানজেকশন নাম্বার ব্যবহার করবে উভয় পক্ষের– প্রেরক ও গ্রহীতার বিরোধ মেটাবার জন্য।

যদি একটি ওয়েবসাইট শুধু ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে, পেপ্যাল গ্রহণ করে না, তখনো আপনি পেপ্যাল অ্যাকাউন্টের অর্থ কেনার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। এ কাজ করতে একটি পেপ্যাল ডেবিট কার্ডের জন্য অনুরোধ জানাতে হবে, যা অপারেট করা হয় একটি মাস্টার কার্ড নেটওয়ার্কে। সে কার্ডটি ব্যবহার করতে পারেন যেকোনো মার্চেন্টের সাথে, যা মাস্টার কার্ড গ্রহণ করে এবং এই তহবিল কাটা হবে পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট থেকে। এই সার্ভিস ফ্রি, কিন্তু প্রতিদিনের খরচের সীমা ৩ হাজার ডলারের বেশি নয়। আপনার পেপ্যাল থেকে প্রতিদিন অনধিক ৪০০ ডলার তুলতেও এই ডেবিট কার্ড এটিএমে ব্যবহার করা যাবে। এটি ক্রয়ের ওপর এক শতাংশ হারে ক্যাশ-ব্যাক আয় করতে পারবেন, যদি ই-বে'র মাধ্যমেও পেপ্যাল প্রেপার্ড রিওয়ার্ডসের জন্য এনরল করে থাকেন।

পেপ্যালের মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ

পেপ্যালের মাধ্যমে অর্থ পেতে চাইলে আপনার জন্য রয়েছে বেশ কিছু বিকল্প উপায়। যদি কাউকে আপনার পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট সংশ্লিষ্ট ই-মেইল ঠিকানা দেন, তবে সেই ব্যক্তি তার নিজস্ব পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট থেকে আপনার কাছে অর্থ পাঠাতে পারেন। যদি পণ্য ই-বে'র মাধ্যমে বিক্রি করেন, ই-বে'র মাধ্যমে পেমেন্ট পেতে চান, তবে একটি অপশন হিসেবে পেপ্যাল সিলেক্ট করুন। যদি পণ্য নিজস্ব দোকান বা ওয়েবসাইট, তবে রয়েছে বেশ কয়েকটি বিকল্প উপায়, এই বিক্রয় লেনদেন পেপ্যালের সাথে সম্পন্ন করার জন্য। এসবের মধ্যে আছে : ০১. যেসব পণ্য বিক্রয় করতে চান, এর প্রতিটির পণ্যের জন্য 'buy now' বাটন সংযুক্ত করুন, ০২. পেপ্যাল অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (এপিআই) ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইটের সাথে পেপ্যাল শপিং কার্ট ▸

ইন্টিগ্রেট করুন এবং ০৩. অফলাইন পেমেন্ট অথবা অফ-সাইট গ্রহণ করুন পরে পেপ্যাল ভার্চুয়াল টার্মিনাল ব্যবহার প্রসেস করার জন্য।

যখন পেপ্যাল 'সাইন ইন' করা হয়ে গেছে, তখন একজন বিক্রেতা হিসেবে আপনার বিকল্পগুলো দেখার জন্য 'merchant service' ট্যাবে ক্লিক করুন। এসব সার্ভিসের খরচ ও প্রাপ্যতা নির্ভর করে আপনার অ্যাকাউন্টের জন্য কোন ধরনের ওয়েবসাইট সিলেক্ট করেছেন। যদি বাইডিফল্ট 'Standard' টাইপের একজন প্রাপক হিসেবে হয়ে থাকেন, তবে মাসে ৩০ ডলার করে চাঁদা দিয়ে তা 'pro' টাইপে আপগ্রেড করতে পারেন। যারা মোটামুটি বড় অঙ্কের অর্থ প্রতি মাসে লেনদেন করেন তাদের উচিত 'pro' টাইপের, যাতে পেমেন্ট প্রসেসে আরোপিত অন্যান্য চার্জ, যেমন গেটওয়ে ও ডাউনগ্রেড ফি এড়ানো যায়।

মার্চেন্ট সার্ভিস পেজ থেকে ওয়াইজার্ড টুলগুলো সিলেক্ট করতে পারেন, আপনার সাইটে নতুন 'by now' অথবা 'add to cart' বাটন সেটআপের জন্য। এটি কোড সৃষ্টি করে, যা আপনার ওয়েব পেজের এইচটিএমএলে কপি করে পেস্ট করতে পারেন। একজন ক্রেতা যখন এসব বাটনে ক্লিক করেন, আপনার সাইট পেপ্যাল সাইটের শপিং কার্টে লিঙ্ক করে লেনদেন সম্পন্ন করার জন্য। একজন বিক্রেতা হিসেবে এভাবে আপনার বোঝা লাঘব হয়।

আরো অধিকতর ব্যাপক সমন্বয়– আপনার নিজের সাইট থেকে একটি পেপ্যাল–পাওয়ার্ড শপিং কার্ট হোস্টিংসহ অন্যান্য সমন্বয়ের জন্য এপিআই ব্যবহার করতে হবে। যদি কমপিউটার প্রোগ্রামিংয়ে স্বচ্ছন্দ না হন, কিংবা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টেও স্বচ্ছন্দ নন, তবে কাজটি অন্য কাউকে দিতে হবে, যিনি পেপ্যাল এপিআই সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন। এবং আপনার সাইট এমনভাবে ডেভেলপ করতে পারেন, যাতে এটি পেপ্যাল ফিচার সমন্বিত করতে পারে।

মানি রিসিভের জন্য যদি সেটআপ হয়ে যান, তখন আপনার ওপর দায়িত্ব হচ্ছে লেনদেনের খরচ বহন করা। পেপ্যাল এর বিজনেস ও প্রিমিয়ার অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের কাছে প্রতি ট্রানজেকশনের জন্য খরচ ৩০ পয়সাসহ লেনদেন হওয়া অর্থের ২.৯ শতাংশ চার্জ নেয়। যদি মার্চেন্টের এক মাসের লেনদেনের পরিমাণ খুব বেশি হয়, তবে ওই শতাংশ হার ১.৯ শতাংশ পর্যন্ত নেমে আসতে পারে। পেপ্যাল এর সম্মত ২৫টি মুদ্রা বিনিময়ের জন্যও চার্জ নেয় আন্তর্জাতিক লেনদেনের বেলায়। এসব ফি সহায়তা করে পেপ্যাল কাস্টমার সাপোর্ট এবং বিজনেস ও প্রিমিয়ার অ্যাকাউন্টের অন্যান্য সেবা পেতে।

একজন গ্রাহক হিসেবে আপনার পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন। অর্থ তোলার জন্য রয়েছে কয়েকটি বিকল্প : ০১. পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর, ০২. নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থের একটি পেপার চেকের জন্য পেপ্যালকে মেইল করার অনুরোধ করা এবং ০৩. পেপ্যাল ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটা করা।

অতএব আমরা জানলাম পেপ্যাল কিভাবে কাজ করে। সেই সাথে জানলাম পেপ্যাল ব্যবহার করে কী করে আমরা অর্থ পাঠাতে পারি কিংবা পেতে পারি।

শেষ কথা

পেপ্যালের রয়েছে কোটি কোটি সন্তুষ্ট গ্রাহক। তাই বলে গ্রাহকের পেপ্যাল অভিজ্ঞতাই সন্তোষজনক তা কিন্তু নয়। অনেক ওয়েবসাইটেই আলোচনা রয়েছে পেপ্যাল সম্পর্কিত নানা সমস্যার কথা। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত সমালোচক ওয়েবসাইট হচ্ছে PayPal Sucks.

পেপ্যালের সবচেয়ে বড় সমালোচনা হলো এটি কাজ করে একটি ব্যাংকের মতো, তবে এটি একটি ব্যাংকের মতো বিধিবদ্ধ নয়। এর অর্থ একটি ব্যাংক এর গ্রাহকদের যে সুরক্ষা দেয়, পেপ্যাল তা দেয় না। একই সাথে পেপ্যাল গ্রাহকদের বিপুল অঙ্কের অর্থ ধারণ করে, সম্পন্ন করে লাখ লাখ লেনদেন এবং এমনকি ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড সুবিধাও দেয়। অতএব কোনো পেপ্যালকে একটি ব্যাংক হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।

পেপ্যাল গ্রাহকেরা সবচেয়ে বেশি যে সমস্যায় পড়েন তা হলো, যখন–তখন গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেয়া হয় কোনো ব্যাখ্যা না দিয়েই। আপনার পেপ্যাল অ্যাকাউন্টটি যদি ফ্রিজ করে দেয়া হয়, তবে আপনি এ অ্যাকাউন্টে কোনো অর্থ যোগ কিংবা উত্তোলন করতে পারবেন না। আপনার আইডেনটিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য আপনাকে মোকাবেলা করতে হবে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার। এসব সমালোচনা সত্ত্বেও পেপ্যালের জনপ্রিয়তা এখনো বেড়েই চলেছে। অনলাইন অর্থ লেনদেন সেবায় এর খ্যাতি ঈর্ষণীয় কজ